সংবাদ।

৮।৭।৮১

410

156

# বিনামূল্যে বই আর পোশাকের হাল

সরকার ১৯৮০-৮১ সালের শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক স্কুলের গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বই বিতরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ ব্যাপারে বেশ কিছুদিন আগেই সরকার থেকে সার্কুলারও দেয়া হয়েছে। থানা শিক্ষা অফিসারের কাছে ইতিমধ্যে বইও পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিনামূল্যে বই বিতরণের এই সিদ্ধান্তের জন্য সরকারকে ধন্যবাদ।

এবার প্রথম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বই দেয়া হচ্ছে। প্রতিস্কুলে শতকরা ৫০ জন গরীব ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে এই বই বিতরণ করা হবে। এই বই বিতরণ নিয়ে কোথাও কোথাও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। প্রয়োজনীয়সংখ্যক বই হয়তো সর্বত্র পৌঁছেনি। আবার সেট ভেঙেও বই দেয়ার অভিযোগ রয়েছে। রংপুরের কুড়িগ্রাম মহকুমার কোন কোন থানায় বই প্রয়োজনের তুলনায় কম পৌঁছেছে। এ নিয়ে থানা শিক্ষা অফিসারের সাথে শিক্ষকদের বচসা হয়েছে। উলিপুর থানার শিক্ষা অফিসারকে ক্ষুব্ধ শিক্ষকরা মারধর করেছেন। মহকুমা শিক্ষা-অফিসারের কানে খবরটা গিয়েছে।

থানা শিক্ষা অফিসার দোষী হলেও শিক্ষকদের এই আচরণ কোনক্রমেই সমর্থন করা যায় না। শিক্ষকদের এধরনের আচরণের কথা তাঁদের ছাত্রদের কানে যাবে। কোমলমতি বালক-বালিকাদের মনে এধরনের ঘটনা গভীর রেখাপাত না করে পারে না। ফলে শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়বে না, বরং এ ধরনের আচরণ থেকে তারা চরিত্র গঠনের পক্ষে উপযুক্ত এই কচি বয়সেই হানাহানির সাথে পরিচিত হবে। এই বয়সে তো অভিভাবক আর শিক্ষকরাই তাদের আদর্শ। বিশেষভাবে ঘরের বাইরে সমাজের বৃহত্তর অঙ্গিনায় শিক্ষকদের প্রভাব অনেক বেশি একটি ছাত্রের জীবনে পড়ে, যা তার ভবিষ্যৎ পাথেয় সংগ্রহে অনেকখানি সাহায্য করে।

এ গেল বই বিতরণকে কেন্দ্র করে গোলযোগের একদিক। অন্যদিকে বই বিতরণে পক্ষপাতের কথাও উঠেছে। আবার অনেক প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকগণ জানেন না যে, সরকার থেকে বিনামূল্যে বই দেয়া হচ্ছে। শিক্ষকদের এধরনের অজ্ঞতায় একটু বিস্মিত হতে হয় বৈকি। সরকারের সিদ্ধান্ত শুধু সার্কুলার হিসেবে থানা শিক্ষা অফিসারের কাছে যায়নি; বেতারে সরকার বিনামূল্যে বই সরবরাহের সরকারী সিদ্ধান্ত ও নীতির কথা ঘোষণা করেছেন। একটা ট্রানজিস্টরও নেই এরকম গ্রাম আছে বলে মনে হয় না। অন্ততঃ অনেকে স্বকর্ণে বেতারের খবরাখবর না শুনলেও সরকারের এ ধরনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত মুখে মুখে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েনি কেন ভাবতে অবাক লাগে।

বোধহয় সরকারের এই পদক্ষেপটি নিয়ে পরচর্চার অবকাশ কম আছে বলেই মুখে মুখে খবরটা ছড়িয়ে পড়েনি যে, প্রাথমিক স্কুলের জন্য বই আসছে।

সরকার শুধু বিনামূল্যে বই দিচ্ছেন না, শতকরা ৩০ জন গরীব ছাত্রের জন্য পোশাকও বিনামূল্যে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কোথাও কোথাও টাকাও বরাদ্দ ও বিতরণ হয়েছে। তবুও অনেক প্রাইমারী স্কুলে পোশাক সরবরাহের ব্যবস্থা হয়নি। এজন্য থানা শিক্ষা অফিসারই নাকি দায়ী।

আজকের আর্থিক সংকট এবং যেখানে সবকিছুর দামই চড়া, শিক্ষার উপকরণ, বইপত্র কেনা অনেক গরীব অভিভাবকের পক্ষে সম্ভব হয় না, সম্ভব হয় না তাদের পক্ষে ছেলেমেয়েদের চলনসই পোশাক পরিয়ে স্কুলে পাঠানো, সেখানে সরকার এই ছাত্র-ছাত্রীদের গরীব অভিভাবকদের কথা মনে রেখে বইপত্র ও পোশাক সরবরাহের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সরকারের এই কল্যাণকর পদক্ষেপ যদি আমলাতান্ত্রিক গড়িমসি কিংবা দুর্নীতির জন্য কাজে পরিণত করার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, সেটা শুধু দুঃখ ও বেদনাদায়ক নয়; আমাদের জাতীয় চরিত্রের পক্ষেও লজ্জাজনক।

কোন কাজই আমরা সুষ্ঠুভাবে করতে পারি না। প্রাথমিক স্কুলে বিনামূল্যে বই বিতরণের সরকারী ব্যবস্থা এবং পোশাক সরবরাহের জন্য টাকা বরাদ্দ ও তা স্থানীয় উপযুক্ত কর্মকর্তাদের কাছে পাঠিয়ে দেয়ার পরও উপেক্ষা কিংবা অবহেলার জন্য যথাসময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পৌঁছে না—এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক আর কিছু হতে পারে না।

প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা যখন জানবে তাদের জন্য বিনামূল্যে বই আর পোশাক নিয়ে টালবাহানা-পক্ষপাতিত্ব হচ্ছে, দুর্নীতি চলছে তখন ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসেবে তারা কোন্ শিক্ষায় পারদর্শী হয়ে উঠবে, তা আমাদের ভেবে দেখা দরকার। শিক্ষা অফিসার হোক আর শিক্ষকরাই হোক বই বিতরণের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি আর কোন্দল-এর কাহিনী শিশু মনে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে তা আমরা কেউ ভেবে দেখছি না। প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের বই আর পোশাক নিয়ে এই গ্রাম্য রাজনীতির দলাদলি, সামান্য আর্থিক স্বার্থসিদ্ধি জাতীয় চরিত্রের ভবিষ্যৎকে বন্ধক রাখছে।

সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ এ ধরনের অভিযোগ যেখান থেকেই আসুক, তা অনুসন্ধান করে সংশ্লিষ্ট দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।